দায়িত্বহীনতার নতুন সংজ্ঞা

বন্যা আহমেদ

ফেব্রুয়ারী ২০, ২০০৬

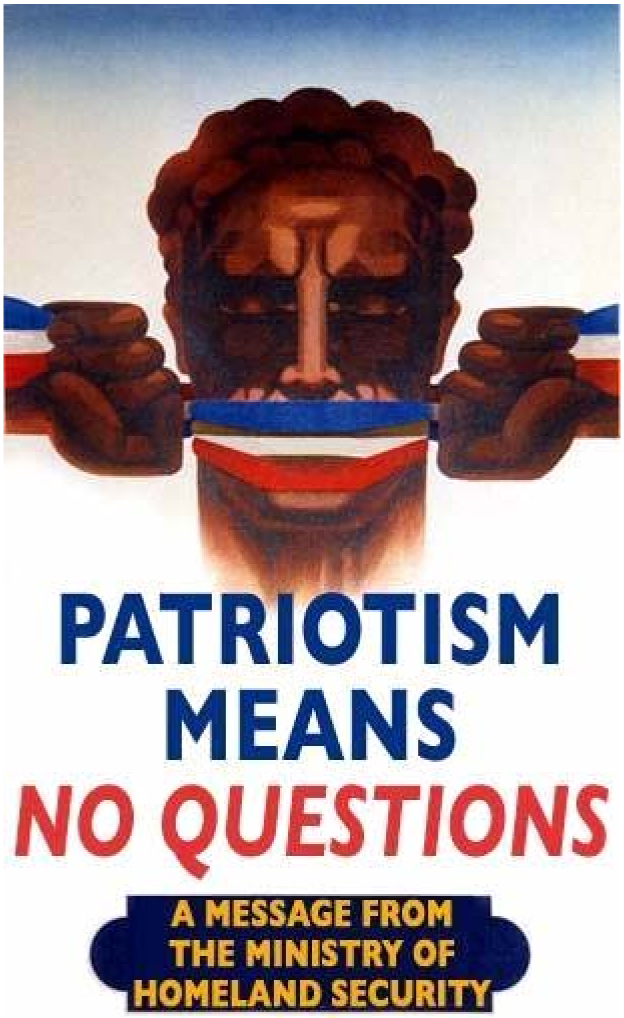

Courtesy: http://recollectionbooks.com

আমেরিকার বুশ সরকার ক'দিন আগে বললো আবু গারীবের কয়েদীদের উপর অমানবিক এবং নোংরা অত্যাচারের ছবিগুলো ছাপিয়ে নাকি বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন মিডিয়াগুলো দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে! কেমন যেনো খুব চেনা চেনা লাগছে না কথাগুলো? ঠিক এই ধরণের সুর এবং তালের গান আগেও তো শুনেছি বহুবার। আমাদের দেশের সরকারগুলো ঠিক এভাবেই চিৎকার করে উঠেছে যখনই সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার বা অন্য কোন বিবেকহীন নির্যাতনের কথা ফাঁস হয়ে গেছে বহির্বিশ্বের কাছে। **'দেশের ভাবমূর্তি মাটিতে মিশে গেলো'** বলে ঝাপিয়ে পড়েছে তারা সাংবাদিক বা মানবাধিকার কর্মীদের উপর

যারা খবরগুলো প্রচার করেছে। বুশ সরকারের প্রতিক্রিয়াটাও ঠিক সেরকমই শোনালো যেন। বুশ সরকার বলছে এইগুলো ছাপানোর ফলেই নাকি মুসলিম বিশ্বে অস্থিরতা এবং হিংসাত্মক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাবে! অবাক হয়ে শুনলাম সি.এন.এন এর রিপোর্টিং, তারা বললো কিছু সাংবাদিকের যুদ্ধের সময়কার নিয়মকানুনগুলো ঠিক মত মেনে না চলার ফলশ্রুতিতেই এই পুরো স্ক্যানডালটার সৃষ্টি হয়েছে। আমেরিকার সেনা আইন অনুযায়ী সরকারী ছবি ছাড়া নাকি আর কোন ধরণের ছবি তোলার নিয়ম নেই কয়েদীদের। এই নিয়ম ভেঙ্গে কিছু সাংবাদিক কয়েদীদের ছবিগুলো যদি না তোলে তাহলেই তো আর এই বিপত্তি ঘটে না! কি চমৎকার ব্যাখ্যা, তাও আবার আমরা তা শুনছি গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক আমেরিকার সরকার এবং স্বাধীন প্রেসের পুরোধা বলে দাবীদার সি.এন.এন থেকে! আমি ভেবেছিলাম স্ক্যান্ডালের মূল কারণ বুঝি আমেরিকার সৈন্যদের কয়েদীদের উপর বীভৎস অত্যাচার, আমার এতদিনের ধারণা ছিলো একেই বলে আন্তর্জাতিক নিয়ম ভংগ করে যুদ্ধবন্দীদের উপর নির্যাতন! নাৎসী ক্যাম্পগুলোতে অমানবিক অত্যাচারের জন্য যদি অর্ধশতক পরেও দোষীদের বিচার হতে পারে তাহলে এগুলোও বুঝি শাস্তিযোগ্য অপরাধ! কিন্তু সি এন এন এবং বুশ সরকারে মতে এটারই সংজ্ঞা হচ্ছে দায়িত্বহীনতা, U.S. military law and practice এর রীতিকে যথাযথভাবে মেনে না চলা। জানি দায়িত্ব, কর্তব্য এসবের সংজ্ঞা অনেক ক্ষেত্রেই নিতান্তই আপেক্ষিক, সামাজ, রাষ্ট্র, জাতি, সংস্কৃতি, এমনকি ব্যক্তিভেদেও হয়তো তা বদলায়, কিন্তু তাদের সংজ্ঞা যে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যেতে পারে তা জানা ছিলো না।

নিজেকে স্বান্তনা দেই এই বলে যে এতে এতো অবাক হওয়ারই বা কি আছে? যেখানে এই পুরো ইরাক যুদ্ধটাই মিথ্যার উপর দাড়িয়ে আছে সেখানে কয়েকশো বা হাজার কয়েদীর উপর অত্যাচারটা তো নিতান্তই মামুলী ঘটনা! বুশ সরকারের যুদ্ধে যাওয়ার পিছনের দুটি কারণই সম্পুর্নভাবে ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে। সাদ্দাম হোসেনের কাছে জনবিধ্বংসী যুদ্ধাস্ত্র বা weapon of mass destruction ও যেমন ছিলো না, তেমনি ৯/১১ বা আল কায়দার সাথে তার কোন সম্পর্ক ছিলো বলেও প্রমাণ পাওয়া যায় নি। মাঝখান থেকে আমেরিকার গণতন্ত্রের বলির পাঠা হলেন ইরাকি জনগণ। কোন দেশে অত্যাচারী স্বৈরশাসক থাকাটাই যদি আমেরিকার যুদ্ধে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট বড় কারণ বলে বিবেচিত হয়, তাহলে তো সারা বিশ্বে আরও ৫০ টার মত ডিকটেটরশীপ রয়েছে - সে দেশগুলোকে কেনো বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হয়না? তথাকথিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই যদি এর কারণ হয় তাহলে কি করে পাকিস্তানের মত সামরিক শাসকের সাথে আমেরিকার এতো সৌহার্দ্য থাকে? ইসলামী সন্ত্রাস এবং মৌলবাদই যদি এর পিছনের কারণ হয় তাহলে এই দুটোরই জন্মভুমি এবং লালনকারী সৌদি আরবের মত দেশের সাথে তাদের কি করে গলায় গলায় ভাব থাকে! আমেরিকার বিশাল বিনিয়োগের ৬-৮% ই নাকি সৌদি রাজা এবং ব্যবসায়ীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাই বা কি করে সম্ভব হয়! কি করেই বা বাংলাদেশের জামাতে ইসলামী তাদের কাছে ‘মডারেট/ গণতান্ত্রিক শক্তি’ বলে বিবেচিত হয়? গতকাল খবরে শুনলাম আমেরিকার প্রধাণ ছ’টি বন্দরের পরিচালনার দায়িত্ব লিজ দেওয়া হয়েছে ইউনাইটেড আরব আমিরাতের এক বিশাল কর্পোরেট কোম্পানীকে! কি আশ্চর্য কথা! আমেরিকা না ইসলামী সন্ত্রাসীদের ভয়ে তার বিমানবন্দর থেকে শুরু করে গুরুত্বপুর্ণ সব স্থানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে? তাহলে ৯/১১ এর কর্মকান্ডের সাথে যে দেশ গুলোর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, তাদেরই ডেকে এনে তারা বন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্ব দিয়ে দিলো? বুশ সরকারের কথা মেনে নিলে এ তো রীতিমত শিয়ালের মুখে মুরগীর ছানা তুলে দেওয়ার মত ব্যাপার হয়ে গেলো!

আমেরিকার প্রাক্তন মানবতাবাদী প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার বহুবারই বলেছেন যে ইরাকের যুদ্ধটা শুধু ভুলই নয়, এটা আমেরিকার দিক থেকে সম্পুর্নভাবে অপ্রয়োজনীয় এবং অন্যায় একটি যুদ্ধ। 'অন্যায়' যে সেটা নিয়ে প্রশ্ন না থাকলেও, 'অপ্রোয়জনীয়' কিনা তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায় - বিশেষ করে আমেরিকার বড় বড় কর্পোরেশন এবং তাদের প্রতিনিধি সরকারের কথা চিন্তা করলে তো বটেই। এখন পর্যন্ত আমেরিকার সাধারণ জনগনের কষ্টার্জিত পয়সার উপর থেকে কেটে নেওয়া ট্যাক্স ডলারের প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলার খরচ করা হয়েছে ইরাক যুদ্ধে। জন, হ্যারি বা সুসানের মত সাধারণ মানুষেরা এর লাভের একটা অংশ না পেলেও ডিক চেনীদের মত লোকদের দ্বারা পরিচালিত হ্যালিবার্টন বা নর্থাপ গ্রামানের মত বড় বড় কোম্পানীগুলো ঠিকই যুদ্ধাস্ত্র বেঁচে আর দেশ গঠনের চুক্তি বগলদাবা করে লাখ লাখ ডলারের লাভটা হাতিয়ে নিয়েছে। একেই বোধ হয় বলে 'বিশ্বায়ন', এই হচ্ছে বিশ্ব জুড়ে বিশ্বায়নের মহত্ত্ব। জিমি কার্টার বলছেন, আমেরিকার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ইরাকে স্থায়ীভাবে ঘাটি গাঁড়া। অর্থাৎ, মধ্যপ্রাচ্যে ক্ষমতা বিস্তারই হচ্ছে এর পিছনের আসল কারণ! ওহ, আচ্ছা, এবার তাহলে ব্যাপারটা একটু খোলাশা হতে শুরু করেছে! তাহলে এতো বড় বড় নীতিবোধের কথার সবটাই মিথ্যা, জনগণের মনে ইসলামী সন্ত্রাসের ভীতিটাকে পাকাপোক্তভাবে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজেদের পকেট ভারী করাটাই তাহলে আসল উদ্দেশ্য! দায়িত্ববোধের অর্থ তাহলে সারা বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী লুটপাট ছাড়া আর আর কিছুই নয়! ইসালামী, ইহুদী, হিন্দু, খ্রিস্টান মৌলবাদ ছড়িয়ে পড়ুক সারা বিশ্বে তাতে কোনই আপত্তি নেই যতক্ষণ না তা আমাদের স্বার্থের বিপক্ষে যাচ্ছে! বিন লাদেন কে তৈরি করতে আমাদের কোনই আপত্তি নেই যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আমাকে আঘাত করছে! সাদ্দাম হোসেনের দোসর হয়ে কুর্দীদের রাষায়নিক গ্যাস দিয়ে হত্যা করতে কোন বাধা নেই যতক্ষন পর্যন্ত সাদ্দাম আমাদেরই পক্ষের শক্তি হয়ে অত্যাচার চালাচ্ছে!

আজকে সারা বিশ্বজুড়ে তথাকথিত দায়িত্বশীলতার নমুনা এবং ফলাফলগুলো দেখে আসলেই অবাক না হয়ে পারা যায় না। ইরাককে সাদ্দামের থাবা থেকে বাঁচাতে পারলে নাকি পৃথিবী নিরাপদ হবে! কি পেলাম আমরা আজকে প্রায় ১ লাখ সাধারণ ইরাকীর জীবনের বিনময়ে? হ্যা, আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী প্রতি মাসে ৩-৪ হাজার ইরাকী মারা যাচ্ছে, এখন পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা এক লাখ ছাড়িয়ে গেছে, ফালুজার মত শহর গুলোকে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, আদি মানব সভ্যতার জন্মভুমি ইরাকের বিভিন্ন ঐতিহাসিক শহরগুলো এখন ধ্বংসস্তুপ ছাড়া আর কিছুই নয়। তার চেয়েও বড় কথা ইরাকে আজকে নতুন করে রক্ষণশীল ইসলামী প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়েছে, আর যে আল কায়দার অস্তিত্বই ছিলো না সে দেশে তারা এখন শক্তিশালী আস্তানা গেড়ে বসেছে সেখানে। আফগানিস্তান থেকে সরে এসে তাদের কোন সমস্যাই হয়নি, আমেরিকা যেমন এক সময় বিন লাদেনকে পেলে পুষে বড় করেছিলো তেমনি তাদেরকেও ইরাকের বুকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সুযোগ করে দিয়েছে। আর, হিসেব মতই, এসবের ভুক্তভোগী হচ্ছেন সাধারণ ইরাকেরই জনগণ, শতকরা ৬০% ইরাকির মতে তাদের অবস্থা এখন সাদ্দামের সময়ের থেকেও অনেক বেশী খারাপ হয়েছে, সর্বাঙ্গীনভাবে তাদের জীবনের মান এবং নিরাপত্তা কমে গেছে অনেক বেশী। আজকে আমেরিকার জনগণ তাদের মিডিয়ার দায়িত্বশীলতায় এতটাই মুগ্ধ যে যারা সত্যি খবরটা জানতে চান তাদের জন্য ইউরোপের কিছু লিবারেল পত্রপত্রিকার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। অথচ অন্যদিকে চেলাবীর মত ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক নেতারা, যারা আমেরিকাকে বানোয়াট তথ্যের ভিত্তিতে ইরাক আক্রমণ করতে সহায়তা করেছিলো তারা কিন্তু এখন দিব্যি ভালো আছেন। ইরাকে গন-বিধ্বংসী অস্ত্র থাকার মত মিথ্যা খবর দেওয়ার পরও তাদের শাস্তি হয় না, তারা এখনও প্রায়শঃই ওয়াশিংটনে এসে আপ্যায়িত হয়ে যায়। লাখ লাখ মানুষের অযথা মৃত্যুর দায়িত্ব তাদের উপর বর্তায় না, অথচ ইরাকের কারাগারে আবদ্ধ কয়েদীদের উপর নির্যাতনের খবর ছাপালে তা হয়ে যায় দায়িত্বহীন! আসলে দগদগে

ক্ষতটার চিকিৎসা না করিয়ে তাকে ব্যন্ডেট বেঁধে আর কতদিন তাকে লুকিয়ে রাখা যাবে? গ্যাংগ্রিণ হয়ে তার ছড়িয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক, মধ্যপ্রাচ্যের আসল সমস্যাগুলোর সমাধান না করে শুধু বোমা মেরে ইসলামী সন্ত্রাসের সমাধান কখনই সম্ভব নয়। ঠিক যেমন ধরুন বাংলাদেশের মত দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা, শিক্ষা সমস্যা এবং জনগণের মধ্যে বিরাজমান বিপুল বেকারত্বের সমাধান না করে ধর্মীয় মৌলবাদের উত্তরণকে ঠেকানো কঠিনই হয়ে দাঁড়াবে।

একুশ শতকের প্রারম্ভে দাঁড়িয়ে বিশ্বজুড়ে তথাকথিত দায়িত্বশীলতা, ঐতিহ্য রক্ষা, সন্ত্রাস দমনের নামে যা চলছে তাতে মনে হচ্ছে আমরা যেনো ভুতের মত পেছনের দিকে চলেছি। সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্বায়ন, ধর্মের শাসন প্রতিষ্ঠা, মৌলবাদ, জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রগতির বিরোধিতা সহ সব ধরণের প্রতিক্রিয়াশীল কর্মকান্ড যেনো আমাদের টুঁটি চেপে ধরছে! গত কয়েকশো বছরে পৃথিবীর বহু কষ্টার্জিত অগ্রগতিগুলো যেনো মুখ থুবড়ে পড়েছে। এতেও বোধ হয় অবাক বা হতাশ হয়ে পড়ার কিছু নেই, নস্টালজিকতার বিলাসিতায় ডুবে যাওয়ারও কোন কারণ নেই। এটাই বোধ হয় নিয়ম, যারা মানব সভ্যতার ইতিহাসের খবর রাখেন তারা জানেন, আমাদের সভ্যতার সমগ্র ইতিহাসটাই সংগ্রামের ইতিহাস, ক্ষমতাধর, স্বার্থান্বেষী অংশটার সাথে সাধারণ মানুষের টিকে থাকার অনবরত সংগ্রামের ইতিহাস। মহাজাগতিক সময়ের হিসেবে হিসেব করলে আমাদের সভ্যতা তো এক্কেবারেই নতুন। চারশো কোটি বছর আগে পৃথিবীর সৃষ্টি, আমাদের ছোটটো এই গ্রহে প্রাণের সৃষ্টি তারও একশো কোটি বছর আগে। সেখান থেকে বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় দেড় লাখ বছর আগে মানব প্রজাতির সৃষ্টি তো সেদিনকার ঘটনা! আর আধুনিক মানব সভ্যতা, যাকে নিয়ে আমরা এতো গর্ব করি সে তো এখনও শৈশবেই রয়ে গেছে! তাই সে শিশুর মত দু'পা এগুবে তো এক পা পিছাবে সেটাই তো স্বভাবিক। গ্রীকদের পতনের, আরবদের সক্ষিপ্ত অগ্রগতির সময়টাকে বাদ দিলে, প্রায় দেড় হাজার বছর অন্ধকার যুগেই থেকেছি। তারপর টিকে থাকার প্রয়োজনেই, বহু সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে আবারও আমরা এগিয়ে গেছি। বড় ধরণের কোন ওলোট পালট ঘটে না গেলে (যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল কোন ঘটনা নয়) পৃথিবীর ইতিহাসে আমাদের এই সময়টাও হয়তো আরেকটা অন্ধকার যুগ বলেই বিবেচিত হবে। কিন্তু চলার পথে আমরা ইতোমধ্যেই অনেক শিখছি, অভিজ্ঞতার পাত্র আগের থেকে আনেক বেশী সমৃদ্ধ হয়েছে। তাই, প্রত্যাশা শুধু এতটুকুই যে এই অন্যায় এবং পশ্চাদপদতার দেওয়াল ভেঙ্গে বেড়িয়ে আসতে আবারও যেনো আমাদের হাজার বছর অপেক্ষা করতে না হয়!

ইমেইল : bonna_ga@yahoo.com